এইক্ষণ নৈবেদ্য অর্পণ-প্রসঙ্গে ক্রমদীপিকাতে যে অনিরুদ্ধ নামাত্মক মন্ত্র দেখান হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্তগণ কিন্তু সে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মূলমন্ত্রই ইচ্ছা করিয়া থাকেন। আরও শ্রীনৈবেদ্য শ্রীকৃষ্ণের মুখজ্যোতি-মিলিতরূপে যে ধ্যান করিবার বিধান হইয়াছে, তাহা কিন্তু ভোজন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখপ্রসন্নতাই মনে করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের ভোজন কিন্তু মানবলোকে যেমন সিদ্ধ, তেমনই বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ মানুষ যেমন হস্তের দ্বারা গ্রাস তুলিয়া ভোজন করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনই ভোজন করিবার আসনে বসিয়া নিজ শ্রীহস্তদ্বারা ভক্তদত্ত বস্তু শ্রীমুখে অর্পণ করতঃ গলাধঃকরণ করিয়া থাকেন—এইরূপে চিন্তা করিবেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা। জপকালে মন্ত্রের নানাপ্রকার অর্থ থাকিলেও নিজ প্রয়োজন-অনুকূল অর্থই চিন্তা করিবে। যেমন অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রে চতুর্থী বিভক্তির উল্লেখ নাই, তথাপি প্রতি মন্ত্রেরই আত্মসমর্পণে তাৎপর্য্য থাকা জন্য যে সকল মন্ত্রে চতুর্থী বিভক্তির বা "নমঃ" "স্বাহা" "স্বধা" প্রভৃতির উল্লেখ নাই, সে সকল মন্ত্রেও আত্মসমর্পণ অর্থ চিন্তা করিতে হইবে। এইপ্রকার অন্যান্য পূজাবিধিও যথাযথরূপে যোজনা করা কর্ত্তব্য। শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধির জন্য সকল ভক্তিরই শুদ্ধত্ব অশুদ্ধত্ব-রূপে দুইপ্রকার ভেদ আছে। এই পূর্ব্ববর্ণিত অর্চ্চনের কথা ফলের দ্বারা ১১।২৭।৪৬ শ্লোকে বলিতেছেন—"হে উদ্ধব! এইপ্রকার বৈদিক তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগপথের দ্বারা অর্চ্চন করতঃ মানব আমা হইতে ঐহিক-পারলৌকিক অভীপ্সিত সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে॥" ২৯৬॥

আবার ১১।২৭।৪৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—"যে জন নিরুপাধি (ঐহিক পারলৌকিক সুখাপেক্ষাশূন্য) ভক্তিযোগে অর্থাৎ প্রীতির সহিত আমাকে এইপ্রকার (পূর্ব্ববর্ণিত বিধিতে) পূজা করে, সে জন আমাতে ভক্তিযোগ অর্থাৎ প্রেমলাভ করিয়া থাকে। তাহা হইলে এই দুইপ্রকার অর্চ্চনবিধির মধ্যে বৈদিক তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ উপায়ে অর্চ্চনটি অশুদ্ধ ভক্তি-যোগ, আর দ্বিতীয় অর্চ্চন প্রকারটি বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ॥ ২৯৭॥

এই অর্চ্চনাঙ্গে যে সকল বৈষ্ণবচিহ্নধারণ এবং নির্ম্মাল্যধারণ ও চরণামৃত পান প্রভৃতি অন্য অঙ্গ আছে, সেই সেই অঙ্গের পৃথক পৃথক মাহাত্ম্যরাশি সহস্র সহস্র শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে—অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে। এক্ষণে অর্চ্চন করিবার অধিকারী কে—তাহাই নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ১১।২৭।৪ শ্লোকে শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"হে ভক্তজনমানন্দ! এই অর্চ্চন ত্রৈবর্ণিকের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, সর্ব্বাশ্রমীর অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পক্ষে অধিক আর কি বলিব, স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষেও